ভোরের কাগজ

তারিখ 16 DEC 2002
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

নতুন শিক্ষাবর্ষের-শুরুতে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা বই পাচ্ছে না

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ঢিমেতেতালা ভাব

মানসুরা হোসাইন : নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে মাধ্যমিক-স্তরের ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌছাচ্ছে না। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) এ সংক্রান্ত কার্যাদেশের ১৭ নম্বর ধারায় উল্লেখ করা হয়েছিল, ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের বাঁধাই-মুদ্রণ শেষ করতে হবে এবং ১৫ ডিসেম্বর পাঠ্যপুস্তক দেশব্যাপী বাজারজাত করা হবে। গতকাল ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকাশকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে বেশ কিছু বইয়ের পজিটিভই তারা হাতে পাননি, বই প্রকাশের তো প্রশ্নই আসে না।

মোহাম্মদ আবুল কাশেম সরকার নামে একজন প্রকাশক এনসিটিবির ঘোষণা-নতুন পাঠ্যবইয়ে কভার ও নিরাপত্তা ফর্মা পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টে রিট করেছেন। কেননা শর্তানুযায়ী মোহাম্মদ আবুল কাশেম সরকার গত বছর থেকে এ বছরের ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত তার বই বিক্রি করতে পারবেন বলে উল্লেখ ছিল। কিন্তু এনসিটিবির নতুন ঘোষণায় কাশেম সরকারের বই বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তিনি আর্থিকভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হন। এ ব্যাপারে মোহাম্মদ আবুল কাশেম সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, হাইকোর্ট গতকাল শনিবার ১৪ ডিসেম্বর আমার বই বিক্রির মেয়াদ আরো

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে

● শেষের পাতার পর

চার সপ্তাহ বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি আরো জানান, নতুন বইয়ে কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং সাধারণ বিজ্ঞান বইগুলোতে পরিবর্তন করা হলেও অন্য বইগুলোতে কোন পরিবর্তন করা হয়নি। ফলে কভার পরিবর্তন করার কোনো যৌক্তিকতাই নেই। তিনি আরো জানান, কভার পরিবর্তন হবে কি হবে না তার জন্য হাইকোর্টের ফাইনাল শুনানি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

উল্লেখ্য, গত ৩ নভেম্বর ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর ৬০টি বইয়ের জন্য ২৮২টি প্রতিষ্ঠানকে বই মুদ্রণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছিল। এনসিটিবির বইয়ের পজিটিভ না দেওয়া, কভার এবং নিরাপত্তা ফর্মা পরিবর্তনের বিষয়টি কোর্ট পর্যন্ত যাওয়াতে বেশিরভাগ প্রকাশের মধ্যেই ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

তারা বলেন, এনসিটিবির বিভিন্ন টালবাহানায় আমাদের কাজের গতিতেও ঢিলেঢালা ভাব চলে এসেছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের হাতে কবে নাগাদ বই পৌছাবে তা কেউ বলতে পারছে না।

যে সব বইয়ের পজিটিভ বোর্ড এখনও দেয়নি সে ব্যাপারেও এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ প্রকাশকদের কোনো সদুত্তর দিচ্ছে না বলে প্রকাশকরা অভিযোগ করেন।

অন্যদিকে, এনসিটিবির কর্তাব্যক্তিরা এখনও আশাবাদ ব্যক্ত করছেন, জানুয়ারির ১ তারিখেই ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌছাবে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান কবির উদ্দিন আহমদের সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগ করা হলে মিটিং-এর ব্যস্ততার অজুহাতে তিনি এ বিষয়ে কোন কথা বলতে রাজি হননি। এনসিটিবির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা বলেন, এনসিটিবি সব সময়ই চেষ্টা করে ঠিক সময়ে যাতে ছাত্রছাত্রীরা বই পায়, এবারও তার ব্যত্যয় হয়নি। ১৫ ডিসেম্বর বই বাজারজাত করা সম্ভব না হলেও জানুয়ারির ১ তারিখেই ছাত্রছাত্রীরা বই পাবে বলে তিনি জানান। পজিটিভ প্রদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দুই একদিনের মধ্যেই প্রকাশকরা পজিটিভ পেয়ে যাবেন। হাইকোর্টের ঘোষণা পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না বলেও তিনি জানিয়েছেন।

অবশ্য এনসিটিবির এই আশার বাণীতে প্রকাশক মহল আশ্বস্ত হতে পারেননি।

বেশিরভাগ প্রকাশকই স্বীকার করেছেন, মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে ঘাপলা অবশ্যম্ভাবী কেননা এ বছরের ১ কোটি ২৫ লাখ বই মুদ্রণেরই কোন অগ্রগতি নেই, অন্যদিকে যদি বইয়ের কভার এবং নিরাপত্তা ফর্মা পরিবর্তন করা হয় তবে বইয়ের চাহিদা আরো ১ কোটি বেড়ে যাবে। ফলে বইয়ের উচ্চমূল্য অবধারিত এবং বইয়ের জন্য বাজারে হাহাকার লেগে যাবে।